বাংলাদেশের শিল্প

পাট শিল্প

এটি বাংলাদেশের প্রধান শিল্প। বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল ছিল নারায়ণগঞ্জের আদমজীনগরে। "আদমজী জুট মিল" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে। ৩০ জুন ২০০২ সালে আদমজী পাটকল বন্ধ করে দেয়া হয়। এটি বাংলাদেশের প্রথম পাটকল। পাট শিল্পের প্রধান তিনটি কেন্দ্র অবস্থিত- নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা জেলায়। পাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে বৈদেশিক রপ্তানি আয়ের মোট বিশ্ববাজারের প্রায় ৬৫% বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

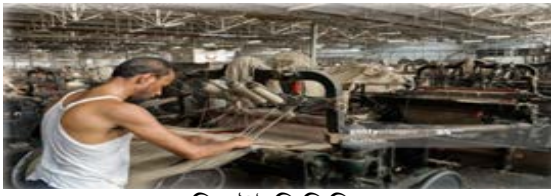

(ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

গার্মেন্টস বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প

বাংলাদেশের প্রথম গার্মেন্টস কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে (রিয়াজ গার্মেন্টস লিমিটেড)। মোট গার্মেন্টস এর প্রায় ৭৫ ভাগ ঢাকা বিভাগে অবস্থিত। BGMEA বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের অভিভাবক। BGMEA যাত্রা শুরু করে ১৯৭৭ সালে। বিজিএমইএ ভবনটি বর্তমানে উত্তরার ১৭ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত। বাংলাদেশের প্রথম গার্মেন্টস পল্লী প্রতিষ্ঠিত হয় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে। দেশ গার্মেন্টস (চট্টগ্রাম) পরিকল্পিতভাবে স্থাপিত প্রথম গার্মেন্টস। গার্মেন্টস শিল্পে সরকারের বিধিবদ্ধ আইন, বিধি-বিধান ও নীতিমালাকে Compliance বলে। যুক্তরাষ্ট্রের গার্মেন্টস ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠন কে Alliance বলা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের গার্মেন্টস ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠনকে Accord বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের সুবিধা পেয়ে আসছিল ১ জানুয়ারি, ১৯৭৬ সাল থেকে। এ সুবিধা স্থগিত হয় ২৭ জুন ২০১৩। গার্মেন্টস শিল্পের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ গঠিত হয় ৩১ অক্টোবর, ২০১০ সালে। বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড স্থাপিত হয় চট্টগ্রামে। ইপিজেড এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৩ সাল থেকে।

RMG (Ready Made Garments)

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান খাত। বাংলাদেশের প্রথম পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান রিয়াজ গার্মেন্টস। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রে। ঢাকাই মসলিন বস্ত্র শিল্পের জন্য বাংলাদেশ বিখ্যাত ছিল। রাজশাহীর সিল্ক, টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি কুটির শিল্পের জন্য বিখ্যাত পণ্য। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০০৫ থেকে বাংলাদেশ কোটামুক্ত বিশ্ববাণিজ্যে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে সিল্ক উৎপন্ন হয় রাজশাহীতে। একমাত্র রেয়ন মিলটি রাঙ্গামাটির চন্দ্রঘোনায় অবস্থিত।

(ছবিঃ দি ডেইলি স্টার)

কাগজ শিল্প

কর্ণফুলী কাগজ কল (১৯৫৩) বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কল। এটি রাঙ্গামাটির চন্দ্রঘোনায় অবস্থিত। এই পেপার মিলের কাঁচামাল হল বাঁশ। পাকশী পেপার মিলের কাঁচামাল আখের ছোবড়া। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কাগজের কল খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল (২০০২ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়)। খুলনা হার্ডবোর্ড মিল খালিশপুর, খুলনা অবস্থিত। প্রফেসর জহিরউদ্দিন সবুজ পাট থেকে কাগজের মন্ড তৈরির প্রদ্ভাবক।

সার শিল্প

বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, সিলেট। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সার কারখানা- যমুনা সার কারখানা, জামালপুর । কর্ণফুলী সার কারখানা (কাফকো) বেসরকারি খাতে বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা। এটি চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অবস্থিত। জিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম ইউরিয়া। ইউরিয়া সারের কাঁচামাল মিথেন।

চিনি শিল্প

Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation (BSFIC) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১ জুলাই, ১৯৭৬ সালে। বর্তমানে BSFIC এর নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলের সংখ্যা ১৫টি। বাংলাদেশের প্রথম চিনিকল- নর্থ বেঙ্গল চিনিকল গোপালপুর, নাটোর। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনিকল কেরু এন্ড কোং লি. দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা

জাহাজ নির্মাণ শিল্প

১৯৫৭ সালে জার্মানির সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত খুলনা শিপইয়ার্ড বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প। খুলনা শিপইয়ার্ড সফলভাবে দেশে তৈরি করে প্রথম যুদ্ধজাহাজ "বি এন এস পদ্মা"। এছাড়াও খুলনা, মংলা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকাতে জাহাজ নির্মাণ কারখানা রয়েছে। ২০০৮ সালে প্রথম রপ্তানিকৃত জাহাজটির নাম 'স্টেলা মেরিস'। আনন্দ শিপইয়ার্ড লিমিটেড (নারায়ণগঞ্জ) স্টেলা মেরিস নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান। ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লি (চট্টগ্রাম) ২০১৪ সালে প্রথম বাংলাদেশের নিজস্ব তৈরি যাত্রীবাহী জাহাজ 'এমভি বাঙালি' তৈরি করে। ২০১৬ সালের ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বানৌজা নবযাত্রা' ও 'বানৌজা জয়যাত্রা' নামে দুটি সাবমেরিন হস্তান্তর করে চীন।

সিমেন্ট শিল্প

বাংলাদেশের প্রথম সিমেন্ট কারখানা ছাতক সিমেন্ট কারখানা, সুনামগঞ্জ- প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪১ সালে। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা লাফার্জ-সুরমা সিমেন্ট কারখানা।

চামড়া শিল্প

সাভারের হরিণধারায় ২০০ একর জমি নিয়ে স্থাপিত হয়েছে চামড়া শিল্প নগরী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে "Product of the year" ঘোষণা করেন ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি।

ওষুধ শিল্প

বাংলাদেশের ওষুধের আমদানি, রপ্তানি, তৈরি, পরিবেশন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রক সরকারি আইন প্রণয়ন করা হয় ১৯৪০ সালে । দেশের প্রথম ঔষধ পার্ক

স্থাপিত হয়েছে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায়। বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি করে মায়ানমার। প্যারাসিটামল তৈরির প্রধান উপাদান হলো প্যারা আমিনো ফেনোল।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কারখানা

বাংলাদেশের একমাত্র অস্ত্র কারখানা- গাজীপুর।
বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার- পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
বাংলাদেশ একমাত্র রেয়ন মিল- চন্দ্রঘোনা, রাংগামাটি।
বাংলাদেশ প্রথম কয়লা শোধনাগার- দিনাজপুর।
বাংলাদেশের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা- চট্টগ্রাম।

আমদানি ও রপ্তানি

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে তৈরি পোশাক। বাংলাদেশ সিলেটের তামাবিল সীমান্ত দিয়ে মেঘালয় থেকে কয়লা আমদানি করে। আমদানিকৃত পণ্যের গুণাগুণ, ওজন পরীক্ষার জন্য প্রাক জাহাজিকরণ পণ্য পরিদর্শনকে PSI (Pre Shipment Inspection) বলে। আমদানি বাণিজ্য জালিয়াতি রোধ করার পদ্ধতিকে CRF (Clean Report of Findings) বলা হয়। বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চ।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির অধিকাংশ পুরণ হয় রেমিটেন্স থেকে। সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স অর্জন করে সৌদি আরব থেকে। বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের একটি বৈধ মাধ্যমকে বলা হয় ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন। আর মুদ্রা বিনিময় এর ব্যবসা কে বলা হয় হুন্ডি।

(বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম। সূত্রঃ উইকিপিডিয়া)

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে। বর্তমানে এর গভর্নর ফজলে কবীর। বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা রয়েছে ১০টি। "স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান" বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব নাম। বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে ব্যাংকগুলোকে বলা হয় তফসিলী ব্যাংক।

•বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ব্যাংক- সানসি ব্যাংক (চীন)।
•উপমহাদেশে প্রথম ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হয় মোগল আমলে।
•বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক- সোনালী ব্যাংক।
•বাংলাদেশের প্রথম টেলিফোন ব্যাংকিং এটিএম চালু করে- স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক
• বাংলাদেশের প্রথম বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক- এবি ব্যাংক।
• মাস্টারকার্ড সর্বপ্রথম চালু করে- ন্যাশনাল ব্যাংক।
• ট্রাস্ট ব্যাংক লি যে বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
• ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়- সোনালী, রূপালী, অগ্রণী ও জনতা ব্যাংক।
•.বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাংক চালু হয়- ১৯৮৩ সালের ২রা অক্টোবর।
•গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা- ড. মুহাম্মদ ইউনূস
• বাংলাদেশে ৯ ধরনের নোট প্রচলিত আছে-
    •সরকারি তিনটি- ১, ২, ও ৫ টাকা।
    • বেসরকারি ছয়টি- ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা।
•জামানত ছাড়াই ঋণ দেয়- গ্রামীণ ব্যাংক।
•বাংলাদেশে তফসিলি ব্যাংক আছে- ৫৯ টি
•বর্তমানে বাংলাদেশে বিশেষায়িত ব্যাংক আছে- তিনটি (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক)।
•রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক- ৬টি (সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, বেসিক ও ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক)
•উল্লেখযোগ্য বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক- এইচএসবিসি, এবি ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন, ব্যাংক আল ফালা।

•বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকের নাম- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।
• আইএমএফ এর বাংলাদেশি কার্যালয়- আগারগাঁও ঢাকা

বীমা

বাংলাদেশে বীমা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পথিকৃত ব্যক্তির নাম খুদা বক্স।
বাংলাদেশে বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭৮টি । এর মধ্যে সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা ২ টি (জীবন বীমা, সাধারণ বীমা)। বীমাখাত নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম IDRA (Insurance Development and Regulatory Authority)। বীমাখাত অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ ৮৩৫টি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে ।